ভেবো না

কামরুন নাহার*

alorkona@yahoo.com

কুয়াশাকাতর রাতে
বারান্দার রংচটা গ্রিলগুলো শক্ত করে ধরে
চাঁদের কাছে অভিযোগের ভাড়ী মেঘাচ্ছন্ন স্বরে
করেছি অনাদরের গল্প টেলিপ্যাথির তারে,
আঁধারে এক নিঃসঙ্গ, নিরীহ, বহুদর্শী আমগাছ,
সেসময় দিয়েছে নিশ্চুপ, সজাগ, সশ্রদ্ধ পাহারা।

তোমরা মানুষ আমাকে ছেড়ে গেছ যারা যারা,
ভেবো না আমি হয়ে গেছি ধূ ধূ বিদগ্ধ সাহারা।

শ্রাবণের মর্মভেদী রিমঝিম বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে,
অঝোর ধারায় জল নেমেছে বিহ্বল দুই চোখে,
কাছেই শ্যাওলাধরা প্রাচীরে স্থির, নির্জন বসে,
ভিজেছে কালো কাক কোন অজানা সুখের অসুখে।

রোদে পুড়ে পুড়ে হেঁটেছি নিরুদ্দেশ দিশেহারা,
আমারই ছায়া পথের সাথী হয়ে দিয়েছে পাহারা।

তোমরা মানুষ আমাকে ছেড়ে গেছ যারা যারা,
ভেবো না আমি হয়ে গেছি ধূ ধূ বিদগ্ধ সাহারা।

শব্দ ও বাক্যের ব্যাখ্যা:

* **কুয়াশাকাতর রাত**: কুয়াশা বেদনার প্রতীক অর্থাৎ বেদনায় জর্জরিত রাত।
* **ভাড়ী মেঘাচ্ছন্ন স্বর**: মেঘের মতো চাপা কান্নায় ভারী স্বর ।
* **টেলিপ্যাথি**: যখন কেউ মনে মনে গভীরভাবে কারো সাথে কথোপকথন করে, সেসময় তার ব্রেন থেকে এক ধরনের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ তৈরি হয়। সেই তরঙ্গ বাতাসে ভেসে ভেসে পৌঁছে যায় দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে। এই পদ্ধতিকে বলে টেলিপ্যাথি। 'টেলিপ্যাথির তার' বলতে এই তরঙ্গকে বোঝানো হয়েছে।

*** এক নিঃসঙ্গ, নিরীহ, বহুদর্শী আমগাছ**: আমগাছের পাশে আর কোনো গাছ নেই, তাই নিঃসঙ্গ। নিরীহ- কারণ তার সামনে কেউ কোনো অভিযোগ করলে শুনতে পায়, কারণ তার প্রাণ আছে, কিন্তু কাউকে কিছু বলে দেয় না। গাছটি বহুদর্শী- সে পৃথিবীর বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে অর্থাৎ প্রাচীন বৃক্ষ।

***সাহারাঃ** আফ্রিকার মরুভূমি।

*** শ্রাবণের মর্মভেদী রিমঝিম বৃষ্টি**: শ্রাবণের একটানা বৃষ্টি যেন মেঘের কান্না, যা মানুষের হৃদয় ভেদ করে।

***শ্রাবণের মর্মভেদী রিমঝিম বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে/অঝোর ধারায় জল নেমেছে বিহ্বল দুই চোখে**: মেঘের কান্না আর কবির কান্না এক হয়ে মিশে গেছে।

***সুখের অসুখে**: সাধারণত হৃদয়ের বেদনাকে বোঝায়।

কবিতার অর্থ:

এক কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে বারান্দার গ্রিলগুলো চেপে ধরে কবি চাঁদের সাথে মনে মনে কথা বলেছে। চাপা কান্নায় ভারী ছিল তার স্বর। চাঁদের কাছে সে তার প্রতি মানুষের অনাদরের গল্প করেছে। সেসময় এক আমগাছ আঁধারে দাঁড়িয়ে অনেক শ্রদ্ধা নিয়ে তার অভিযোগগুলো শুনেছিল। কবি মনে মনে বলছে, তোমরা মানুষ সবাই আমাকে ছেড়ে গেছ, কিন্তু তাতে কি, এ জীবন তো মরুভূমি হয়ে যায় নি। কারণ, তার পাশে এই চাঁদ, আম্রবৃক্ষ আছে। শুধু তাই নয়, সে যখন শ্রাবণের রিমঝিম বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে অঝোর ধারায় কেঁদেছে, তখন কাছেই প্রাচীরে বসে এক কালো কাক তারই ব্যথায় সমব্যথী হয়ে ভিজেছিল । এমনকি যেদিন বেদনায় জর্জরিত হয়ে রোদে পুড়ে পুড়ে লক্ষ্যহীন, দিশেহারা হয়ে ঘুরেছে, সেদিনও সে একা ছিল না। সঙ্গী হিসেবে ছিল তারই নিজের ছায়া।

এই **কবিতার সারমর্ম** হলো, অনেক সময় মানুষ মানুষকে পরিত্যাগ করে, কিন্তু প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রাণীরা তাকে কখনো ছেড়ে যায় না। তারা একজন নিঃসঙ্গ মানুষের দুঃখ লাঘব করে।

***কামরুন নাহার** বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত 'ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ' (আইবিএস)-এ 'রাজনৈতিক সহিংসতা' বিষয়ে গবেষণায় রত ।